**বাংলাদেশ পরিবেশবিদ সোসাইটি**

**(Bangladesh Poribeshbid Society)**

**সংবিধান (খসড়া)**

**অধ্যায় ১ - সংগঠনের পরিচিতি**

**১.১ সংগঠনের নাম**

সংগঠনের নাম হবে **‘বাংলাদেশ পরিবেশবিদ সোসাইটি’**, যা এই সংবিধানের পরবর্তী অংশে **‘**সংগঠন**‘** হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

**১.২ সংগঠনের ঠিকানা**

সংগঠনের কার্যালয়ের ঠিকানাঃ 3q Zjv, ZvR g¨vbkb, 28, KvIivb evRvi, XvKv-1215|

**১.৩ প্রস্তাবনা**

বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা, পেশাগত উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পর্যায়ে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে পাস করা দক্ষ পরিবেশবিদদের সমন্বয়ে ও নেতৃত্বে একটি জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অনুভব করে কিছু সংখ্যক পরিবেশবিদ একমত হয়ে বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ ধারায় প্রদত্ত অধিকারবলে এই সংগঠন গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই মোতাবেক সংগঠনের খসড়া সংবিধান প্রনয়ণ, সদস্য সংগ্রহ ও সংগঠন নিবন্ধন প্রক্রিয়া কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আহবায়ক কমিটির আয়োজনে প্রাথমিক সাধারণ সদস্যগণ (30 জন) 24 A‡±vei, 2020 Bs তারিখে Ryg cø¨vUd‡g© একটি সাধারণ সভায় মিলিত হয়। উক্ত সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত সংবিধান গৃহীত হয় এবং একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও উক্ত সাধারণ সভায় সদস্যগণ যৌথ সমঝোতায় (Memorandum of Association) স্বাক্ষর করেন। এই সংগঠন বাংলাদেশের “The Societies Registration Act, 1860” এবং “Societies Registration (Amendment) Act, 2013” -এর আওতায় নিবন্ধিত হবে।

**১.৪ সংগঠনের দাপ্তরিক ভাষা**

সংগঠনের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা ও ইংরেজি।

**১.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

**১.৪.১ লক্ষ্য**

বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করা পরিবেশবিদদের মধ্যে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা, পরিবেশবিদদের পেশাগত উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সংগঠন কাজ করবে।

**১.৪.২ উদ্দেশ্য**

সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করা পরিবেশবিদদের জন্য একটি জাতীয় প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করা।

খ) বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক পেশার উন্নয়ন ও প্রসারের ব্যবস্থা করা।

গ) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যায়নরত ও গ্রাজুয়েটদের শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

ঘ) বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ঙ) বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক নীতিমালা ও আইন কানুন উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় ভাবে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

**১.৫ সংগঠনের প্রধান কার্যক্রম সমূহ**

সংগঠনের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপঃ

ক) পরিবেশবিদদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করা, যেমন -

- এই সংগঠনের মাধ্যমে সকল পরিবেশবিদদের (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ও সদ্য গ্রাজুয়েট) মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপন ও মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, যা তাদের নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক হবে।

- অধ্যায়নরত শিক্ষার্থী ও সদ্য গ্রাজুয়েটদেরকে পরিবেশ বিষয়ক পেশায় চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য দিকনির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নতুন চাকুরীর তথ্য সরবরাহ করা।

- শিক্ষা, চাকুরী ও পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সরবরাহ বা মতবিনিময়ের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, চাকুরী/ শিক্ষা মেলা, ইত্যাদির আয়োজন করা।

- বিভিন্ন সরকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকারখানায় পরিবেশবিদদের নতুন নতুন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির জন্য সেইসব প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করা ও নীতিগত সহায়তা করা।

খ) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সহায়তা করা, যেমন -

- এই সংগঠনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের পরিবেশবিদদের (অধ্যয়নরত, সদ্য গ্রাজুয়েট ও চাকুরীরত) জন্য দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় সহায়তা করা।

- বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভিত্তিক বা বিভিন্ন পেশার কার্যক্রম ভিত্তিক সম্মেলন/ সেমিনারের আয়োজন করা।

- নিউজলেটার, বুলেটিন, গবেষণা বিষয়ক প্রকাশনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ বিষয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা।

- বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ ও বৃত্তির তথ্য সরবরাহ করা।

গ) সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পর্যায়ে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যেমন -

- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা, যেমন – আলোচনা সভা, সেমিনার, স্থানীয় পর্যায়ে জনসংযোগ, ব্যক্তি পর্যায়ে পরিবেশ বান্ধব জীবন-যাপনে সচেতন করা ইত্যাদি।

- বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানায় পরিবেশ বান্ধব ক্যাম্পাস, পরিসবেশসম্মতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম/ ব্যবসা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা / কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সহ সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

- সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বুলেটিন, নিউজলেটার, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশ করা।

- পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।

ঘ) পরিবেশ বিষয়ক নীতিমালা ও আইন-কানুন উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা, যেমন -

- বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিবেশ বিষয়ক আইন ও নীতিমালার উন্নয়ন এবং সরকারি/বেসরকারি / সামজিক পর্যায়ে সুষ্ঠভাবে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনামূলক ও সচেতনতামূলক প্রচার করা।

- বর্তমানে প্রচলিত পরিবেশ বিষয়ক আইন সমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

- পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী পরিবেশ নীতি ও আইন প্রণয়নে সরকারী ও বেসরকারি পর্যায়ে দিকনির্দেশনামূলক প্রচার করা।

**১.৪ পরিভাষা সমূহ**

সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান - **evsjv‡`k cwi‡ekwe` †mvmvBwU** যা সংক্ষেপে **cwi‡ekwe` †mvmvBwU** নামে অভিহিত হবে।

সংবিধান – সময়ে সময়ে প্রণীত ও গৃহীত সংগঠনের বিধি, বিধান ও উপবিধিসমূহ।

কমিটি – সংবিধানের বিধান অনুসারে সংগঠনের সাধারণ সদস্যের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট কার্যকালের জন্য গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি।

সদস্য – এই সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২.৫ ধারায় বর্ণিত বিধান মোতাবেক তালিকাভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির সদস্যকে বুঝাবে।

পরিবেশবিদ – বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে পরিবেশ বিজ্ঞান / প্রকৌশল / ব্যবস্থাপনা অথবা সমতুল্য পরিবেশ বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিবেশবিদ হিসেবে গন্য হবেন।

পরিবেশ বিষয়ক পেশা – বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন - পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, natural resources management, environmental health and safety, occupation health and safety, environmental compliance, environmental management, climate change adaptation ইত্যাদি বিষয়ক পেশা।

অর্থ বছর – ১লা জুলাই হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত ১২ (বার) মাসের খ্রিস্টীয় বছর।

কার্যকাল – কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছর বা ২৪ মাস নিয়ে গঠিত মেয়াদ, যার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে।

**অধ্যায় ২ - সংগঠনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা**

**২.১ সংগঠনের ব্যবস্থাপনা**

সংগঠনের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একটি কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যামে সংগঠনের সকল কার্যক্রম ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে।

**২.২ কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো**

সংবিধানে বর্ণিত নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে সংগঠনের সদস্যদের ভোটে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ

প্রেসিডেন্ট - ১

নির্বাহী পরিচালক - ১

পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) - ১

পরিচালক (শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়ন) - ১

পরিচালক (প্রচার ও যোগাযোগ) - ১

পরিচালক (আন্তর্জাতিক বিষয়ক) - ১

পরিচালক (পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক) - ১

পরিচালক (পরিবেশ আইন/নীতি বিষয়ক) - ১

কার্যনির্বাহী সদস্য - ৫

-------------------------------------------------

সর্বমোট = ১৩ জন

**২.২ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের ক্ষমতা ও কাজ**

**২.২.১ প্রেসিডেন্ট**

প্রেসিডেন্ট সংগঠনের প্রধান হিসেবে সকল কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য কমিটির সদস্যবৃন্দকে দিকনির্দেশনা দিবেন এবং সমন্বয় সাধন করবেন। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সভাসমূহ ও সাধারণ সভাসমুহে সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালার প্রতিটি ধারা উপধারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, নিশ্চিত ও সংরক্ষণ করবেন। তিনি সংগঠনের পক্ষে নির্বাহী পরিচালকের সাথে যৌথভাবে সকল ধরনের চুক্তি, বিবৃতি, ঘোষণা ও দলিলপত্রে স্বাক্ষর করবেন।

**২.২.২ নির্বাহী পরিচালক**

নির্বাহী পরিচালক সংগঠনের নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সংগঠনের দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের কর্মকাণ্ড তদারকি করবেন। তিনি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করবেন। নির্বাহী পরিচালক সুষ্ঠভাবে সকল নথিপত্র, দলিলপত্র, নিবন্ধন বই প্রভৃতি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করবেন, সভাসমূহের কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং প্রেসিডেন্টের সাথে যৌথভাবে দেশে-বিদেশে সকল বিবৃতি, দলিল, ঘোষণা ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন এবং সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট যেসব কাজ করতে বলবেন তিনি সেসব কাজও সম্পাদন করবেন। তিনি সংগঠনের আয়-ব্যায়ের হিসাব বই তদারক করবেন, বিল পাশ করবেন এবং পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা)-এর সাথে যৌথভাবে ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে পরামর্শক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটির নিয়মিত সভা, জরুরী সভা ও বার্ষিক / দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এছাড়া তিনি সংগঠনের কার্যক্রমের উপর নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগ নিবেন।

**২.২.৩ পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা)**

পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সংবিধানে বর্ণিত বিধি-বিধান অনুসরন করে সংগঠনের প্রাশাসনিক কার্যক্রম ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবেন। তিনি সংগঠনের আয়-ব্যায় ও হিসাব দেখাশুনা করবেন। তিনি যৌথভাবে দেশের সরকারী বা কোন তফসিলি ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করবেন। তিনি নির্বাহী পরিচালকের সাথে পরামর্শ করে অর্থ বছরের শুরুতে সংগঠনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবেন। তিনি ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় খরচের হিসাব পেশ করবেন। সংগঠনের হিসাব বার্ষিক /দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় অবহিতকরন ও অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি নিযুক্ত অডিট ফার্ম বা নিরীক্ষক দ্বারা সাধারণ সভার পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অডিট করাবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী সদস্য ও অন্যান্য সাধারণ সদস্যদের সহযোগিতা নিতে পারবেন।

**২.২.৪ পরিচালক (শিক্ষা ও** **পেশাগত উন্নয়ন)**

পরিচালক (শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়ন) শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়ন শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন প্রোগ্রামে অধ্যায়রত শিক্ষার্থী, উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েট ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন পেশায় নিয়জিত পেশাজীবীদের শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যেমন পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন পেশার তথ্য প্রদান, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজন, নতুন চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য প্রদান, চাকুরীর প্রস্তুতি সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা, চাকুরী মেলা, শিক্ষা ও গবেষণায় বৃত্তি প্রদান, উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক তথ্য প্রদান ইত্যাদি। পরিবেশ বিষয়ক নতুন নতুন চাকুরীর ক্ষেত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ শিল্পকারখানা/ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করবেন। তিনি নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগনের সহায়তায় বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী সদস্য ও অন্যান্য সাধারণ সদস্যদের সহযোগিতা নিতে পারবেন।

**২.২.৫ পরিচালক (প্রচার ও যোগাযোগ)**

পরিচালক (প্রচার ও যোগাযোগ) প্রচার ও যোগাযোগ শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন প্রোগ্রামের গ্রাজুয়েটদের জন্য একটি সুদৃঢ় প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক গড়ার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংগঠন ও সদস্যদের কর্মকাণ্ড ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় (যেমন নিউজলেটার, বুলেটিন, গবেষণা বিষয়ক প্রকাশনা ইত্যাদি) প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়াও তিনি পরিবেশ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ও প্রফেশনাল কনফারেন্স / সেমিনারের আয়োজনের ব্যবস্থা করবেন। তিনি নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগনের সহায়তায় বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী সদস্য ও অন্যান্য সাধারণ সদস্যদের সহযোগিতা নিতে পারবেন।

**২.২.৬ পরিচালক (আন্তর্জাতিক বিষয়ক)**

পরিচালক (আন্তর্জাতিক বিষয়ক) আন্তর্জাতিক বিষয়ক শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সংগঠনের সদস্যদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও বৃত্তি বিষয়ক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন। তিনি দেশি/ প্রবাসী গ্রাজুয়েটদের সহায়তায় তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও চাকুরীর আগ্রহীদের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন। তিনি নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগনের সহায়তায় বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী সদস্য ও অন্যান্য সাধারণ সদস্যদের সহযোগিতা নিতে পারবেন।

**২.২.৭ পরিচালক (পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক)**

পরিচালক (পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক) পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের সহায়তায় বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বিষয়ক (যেমন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, টেকসই উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি) সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দিবস ও বিষয় ভিত্তিক কর্মসূচীর আয়োজন করবেন। তিনি নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের সহায়তায় বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী সদস্য ও অন্যান্য সাধারণ সদস্যদের সহযোগিতা নিতে পারবেন।

**২.২.৮ পরিচালক (পরিবেশ আইন/নীতি বিষয়ক)**

পরিচালক (পরিবেশ আইন/নীতি বিষয়ক) পরিবেশ আইন/নীতি বিষয়ক শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিবেশ বিষয়ক আইন ও নীতিমালার উন্নয়ন এবং সরকারি/বেসরকারি / সামজিক পর্যায়ে সুষ্ঠভাবে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনামূলক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। বর্তমানে প্রচলিত পরিবেশ বিষয়ক আইন সমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এছাড়াও পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন পরিবেশ নীতি ও আইন প্রণয়নে সরকারী ও বেসরকারি পর্যায়ে দিকনির্দেশনামূলক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তিনি নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগনের সহায়তায় বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী সদস্য ও অন্যান্য সাধারণ সদস্যদের সহযোগিতা নিতে পারবেন।

**২.২.১০ কার্যনির্বাহী সদস্য**

কার্যনির্বাহী সদস্যগণ সংগঠনের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণকে সংবিধান ও আইন মোতাবেক সহযোগিতা করবেন।

**২.৩ কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ বা কার্যকাল**

ক) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ অনধিক ২ (দুই) বছরের জন্য নির্বাচিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। বর্তমান কমিটির মেয়াদ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী মেয়াদের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। বর্তমান কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর নতুন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।

খ) কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী পরিচালক পদে একই ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশী দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না, তবে তিনি পরবর্তী দুই মেয়াদের পর পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন এবং নির্বাচিত হলে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

**২.৪ উপদেষ্টা পরিষদঃ গঠন, কাজ ও ক্ষমতা**

ক) কার্যনির্বাহী কমিটি বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাব অনুমোদনক্রমে পাঁচ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে পারবে। পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি সম্পন্ন ব্যাক্তিগণকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে।

খ) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। কোন সদস্য কোন কারণে পদত্যাগ অথবা মৃত্যু বরণ করলে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাব অনুমোদনক্রমে নতুন সদস্য নিয়োগ দেয়া যাবে।

গ) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটিকে উপদেশ বা পরামর্শ দিবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ঘ) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সংগঠনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা নির্বাচন পরিচালনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

**২.৫ সভা ও সম্মেলন**

**২.৫.১ কার্যনির্বাহী কমিটির নিয়মিত সভা**

নির্বাহী পরিচালক প্রেসিডেন্টের সাথে পরামর্শক্রমে অন্ততপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে উপযুক্ত আলোচ্যসূচীসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করবেন। অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার নোটিশ, আলোচ্যসূচী / কার্যতালিকা ও কার্যবিবরণী/ সারসংক্ষেপ ডাকযোগে চিঠি বা ইমেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা যাবে। কমিটির সভা নির্ধারিত স্থানে বা তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে আয়োজন করা যাবে। কমিটির সদস্যগণ সশরীরে বা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।

**২.৫.২ কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা**

নির্বাহী পরিচালক প্রেসিডেন্টের সাথে পরামর্শক্রমে ন্যূনতম ৪৮ (আটচল্লিশ ঘণ্টা) সময়ের নোটিশে উপযুক্ত আলোচ্যসূচীসহ কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন। অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার নোটিশ, আলোচ্যসূচী / কার্যতালিকা ও কার্যবিবরণী/ সারসংক্ষেপ ডাকযোগে চিঠি বা ইমেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা যাবে। কমিটির সভা নির্ধারিত স্থানে বা তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে আয়োজন করা যাবে। কমিটির সদস্যগণ সশরীরে বা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।

**২.৫.৩ কার্যনির্বাহী কমিটির তলবী সভা**

কার্যনির্বাহী কমিটির অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তলবী সভার জন্য লিখিত বা ইমেইলের মাধ্যমে চিঠি দিলে নির্বাহী পরিচালক প্রেসিডেন্টের সাথে পরামর্শক্রমে উক্ত চিঠি প্রাপ্তির ২ (দুই) সপ্তাহর মধ্যে উপযুক্ত আলোচ্যসূচীসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করবেন। অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার নোটিশ, আলোচ্যসূচী / কার্যতালিকা ও কার্যবিবরণী/ সারসংক্ষেপ ডাকযোগে চিঠি বা ইমেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা যাবে। কমিটির সভা নির্ধারিত স্থানে বা তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে আয়োজন করা যাবে। কমিটির সদস্যগণ সশরীরে বা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।

**২.৫.৪ সাধারণ সভা ও সম্মেলন**

**২.৫.৪.১ বার্ষিক সাধারণ সভা**

সংগঠনের সকল সদস্যদের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট ও কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে নির্বাহী পরিচালক বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করে অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/ সংগঠনের ওয়েব পেজে প্রচার করতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে নির্বাহী পরিচালক বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করবেন, যেমন- সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন, তহবিল নিরীক্ষা (অডিট) প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন, নির্বাচন কমিশন গঠন (যদি প্রয়োজন হয়), গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব (যদি থাকে), অডিটর নিয়োগ (যদি প্রয়োজন হয়), বিবিধ। বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত সকল প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়ন কার্যনির্বাহী কমিটির জন্য বাধ্যতামূলক। বার্ষিক সাধারণ সভার কোরামের জন্য অন্তত ৩৩% (তেত্রিশ শতাংশ) সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

**২.৫.৪.২ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন**

কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতি বিকল্প বছরে একটি দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে বার্ষিক সাধারণ সভা ও সাধারণ নির্বাচন এবং পরিবেশ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি ও পেশা বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন, আলোচনা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

**২.৬ সদস্যপদের শ্রেণী, যোগ্যতা, অধিকার ও দায়িত্ব**

**২.৬.১ সদস্যপদের শ্রেণী ও যোগ্যতা**

**২.৬.১.১ সাধারণ সদস্য**

যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পরিবেশ বিজ্ঞান / প্রকৌশল / ব্যবস্থাপনা অথবা সমতুল্য পরিবেশ বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী থাকলে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক সাধারণ সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সংগঠনের নির্ধারিত আবেদন পত্র ও পরিচয় পত্র কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

**২.৬.১.২ আজীবন সদস্য**

সাধারণ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে এককালীন নির্দিষ্ট চাঁদা এবং নিবন্ধন ফি প্রদান পূর্বক আজীবন সদস্য পদের জন্য আদেবন করতে পারবেন। সংগঠনের নির্ধারিত আবেদন পত্র ও পরিচয় পত্র কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রেরন করতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এছাড়াও যদি কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে ২০ (বিশ) বছর যাবত সংগঠনের সদস্য হিসেবে বহাল থাকে এবং সংগঠনের উন্নতি সাধনে তাঁর অবদান থাকে তবে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে তাকে আজীবন সদস্য করা যেতে পারে।

**২.৬.১.৩ সাম্মানিক সদস্য**

কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাব অনুসারে এবং ন্যূনতম ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সাধারণ সদস্যগনের সমর্থনে পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা, নীতি বাস্তবায়ন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে জাতীয় / আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মৌলিক অবদান রয়েছে এমন দেশী / বিদেশী ব্যক্তিকে সাম্মানিক সদস্য করা যাবে।

**২.৬.১.৪ শিক্ষার্থী সদস্য**

যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিজ্ঞান / প্রকৌশল / ব্যবস্থাপনা অথবা সমতুল্য পরিবেশ বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যায়নরত বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক শিক্ষার্থী সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সংগঠনের নির্ধারিত আবেদন পত্র ও শিক্ষার্থী পরিচয় পত্র কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রেরন করতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

**২.৬.২ সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব**

সকল প্রকার সদস্যগণ সংবিধান ও সংগঠন কর্তৃক প্রবর্তিত আইন কানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। সংগঠনের সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি ভোগ করতে পারবেনঃ

* + - সদস্যগণ সংগঠনের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিটি সদস্য ন্যুনতম একটি শাখার কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকবেন।
    - সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত যেকোনো সম্মেলন, আলোচনা সভা, সেমিনার প্রভৃতিতে বিনামুল্যে বা স্বল্পমূল্যে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
    - সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত নিউজলেটার, বুলেটিন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাময়িকি ইত্যাদিতে গবেষণা প্রবন্ধ বা নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করতে পারবেন।
    - সংগঠনের লাইব্রেরী ব্যাবহার করতে পারবেন।
    - সংগঠনের সাধারণ বার্ষিক সভায় অংশগ্রহন ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
    - সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য নাম প্রস্তাব, সমর্থন দান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
    - সদস্যগণ নিয়মিতভাবে প্রতি কার্যবর্ষের প্রথম তিন মাসের মধ্যে নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করবেন। অন্যথায়, উক্ত সদস্য পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটাধিকার থাকবে না এবং তিনি কোন প্রকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
    - সাধারণ সদস্যের ন্যায় আজীবন সদস্যের সমান অধিকার থাকবে।
    - সাম্মানিক সদস্যগণ অন্য সদস্যের ন্যায় সকল সাধারণ সুবিধাদি ভোগ করবেন, তবে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
    - শিক্ষার্থী সদস্যগণ অন্য সদস্যের ন্যায় সকল সাধারণ সুবিধাদি ভোগ করবেন, তবে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
    - কোন সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত থাকাকালীন সময়ে তিনি সকল অধিকার হতের বঞ্চিত থাকবেন।
    - সদস্যগণ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটিকে সহযোগিতা করবেন।

**২.৬.৩ সদস্যদের আবেদন ও চাঁদার হার**

সদস্যদের আবেদন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় সনদ/ কাগজপত্রের তালিকা (যেমন – পরিচয়পত্র, স্নাতক ডিগ্রির সনদ) এবং সকল শ্রেণীর সদস্যদের চাঁদার হার এই সংবিধানের সংযুক্তি – ১ এ বর্ণিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর সদস্যকে এই বিধান অনুযায়ী আবেদন করে এবং নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করে সদস্য হতে হবে।

**২.৭ সদস্যপদ স্থগিতকরন ও পুনঃসদস্যকরন**

নিম্নবর্ণিত কারনে সদস্যপদ স্থগিত হবে এবং পুনঃ সদস্যকরনের সুযোগ থাকবেঃ

ক) কোন সদস্য যদি কার্যনির্বাহী কমিট কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে পরপর দুই বছর সংগঠনের চাঁদা পরিশোধ না করেন তবে তার সদস্যপদ আপনা আপনি স্থগিত হয়ে যাবে। পুনঃসদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য তাঁকে সমুদয় বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

খ) কোন সদস্যের দুই কার্যবর্ষের বার্ষিক চাঁদা অপরিশোধিত থাকলে তিনি সংশ্লিষ্ট মেয়াদ/ কার্যকালের জন্য সংগঠনের কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার যোগ্যতা হারাবেন, নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না এবং সংগঠনের প্রদত্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবেন।

গ) সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে যদি কেউ এই সংগঠনের সমান্তরালে অন্য কোন সংগঠন গঠন করলে ঐসব সদস্য এই সংগঠনের সদস্যপদ হারাবেন।

**২.৮ সদস্যপদ বাতিল**

কোন সদস্য যদি মৃত্যু বরন করেন, পদত্যাগ করেন বা বহিষ্কৃত হন, তবে তার সদস্যপদ আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যাবে।

**২.৯ সদস্যপদ হতে পদত্যাগ**

যেকোনো প্রকার সদস্য নির্বাহী পরিচালক বরাবর কারণ বর্ণনাসহ লিখিতভাবে তার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন। নির্বাহী পরিচালক সিদ্ধান্তের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় পেশ করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদন ও গ্রহণের তারিখ থেকে পদত্যাগ কার্যকর হবে। অবশ্য, সংশ্লিষ্ট সদস্য ইচ্ছা করলে কার্যনির্বাহী কমিটিতে গৃহীত হবার পূর্বে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন।

**২.১০ সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার**

সংগঠনের অন্তত ১৫ (পনের) জন সদস্য কোন সদস্যের (কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসহ) বিরুদ্ধে সংগঠনের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ করলে তিনি বহিষ্কারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হবেন। এধরনের অভিযোগ প্রাপ্তির পরবর্তী এক মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে ন্যূনতম তিন সদস্যের (অনধিক পাঁচ সদস্য) একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে। তদন্ত কমিটি গঠনের দাপ্তরিক বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হয়ে বা লিখিতভাবে তার আচরণ ব্যাখ্যা বা সমর্থনের জন্য অনধিক তিন সপ্তাহের যুক্তিসঙ্গত সময় দেয়া হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে দোষী ব্যক্তিকে বহিষ্কার পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করতে পারবে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটি আবশ্যকীয় মনে করলে তার সদস্যপদ যে কোন মেয়াদের জন্য স্থগিত করতে পারবে। অবশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাতে পারবেন।

**অধ্যায় ৩ - সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা**

**৩.১ তহবিল সংগ্রহ**

ক) সংগঠনের তহবিল সংগ্রহের প্রধান উৎস হবে সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হারে সদস্যগণের প্রদেয় চাঁদা সংগ্রহ করে রেজিস্টার এ নিবন্ধন পূর্বক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হবে।

খ) নিয়মিত চাঁদা ব্যতীত সদস্যদের কাছ থেকে ঐচ্ছিক অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

গ) সদস্যগনের চাঁদা বা অনুদান ব্যতীত অন্য কোন ভাবে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

ঘ) এই সংগঠনের পক্ষ হতে অর্থের বিনিময়ে কোন ব্যক্তি ও সরকারী বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কোন প্রকার সার্ভিস (যেমন- পরামর্শ, গবেষণা, ইত্যাদি) দেয়া হতে বিরত থাকবে।

ঙ) পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) বা তার প্রতিনিধি সংগৃহীত তহবিলের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

**৩.২ তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনা**

ক) প্রতিষ্ঠানের তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাব নিকাশের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) - এর উপর। তহবিলের যথাযথ ও দক্ষ ব্যবহারের ব্যাপারে তিনি প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে দায়ী থাকবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটি বার্ষিক সাধারণ সভায় হিসাব পেশ করে অনুমোদন গ্রহণ করবে।

খ) তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে তফসিল-৩.১, তহবিল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তফসিল-৩.২ ও তহবিল ব্যয়ের ক্ষেত্রে তফসিল-৩.৩ অনুসরণপূর্বক তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রতিমাসে একটি আয়, ব্যয় ও স্থিতি - এর হিসাব প্রস্তুত করবেন। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করবেন ও অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

গ) সংগঠনের নামে দেশের যেকোন তফসিলি ব্যাংক এ একটি সাধারণ হিসাব থাকবে এবং সংগঠনের যাবতীয় জমা ও খরচ অবশ্যই ঐ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ঘ) প্রতিষ্ঠানের তহবিল সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি বিস্তারিত বিধি-বিধান প্রণয়ন করবেন।

ঙ) পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) প্রয়োজন মনে করলে নগদ অনধিক ১৫,০০০ টাকা কার্যনির্বাহী কমিটির মৌখিক অনুমদনক্রমে নিজের হেফাজতে ১৫ দিন রাখতে পারবেন।

**৩.৩ তহবিল ব্যয়**

ক) প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষ এককভাবে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

খ) প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাবদ ১৫০০০ টাকার উপরে সকল খরচ চেকের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

গ) কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) এর যেকোনো ০২ জন যৌথভাবে সকল চেক স্বাক্ষরকারী হবেন।

ঘ) বাজেট বহির্ভূত কোন খরচের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ঙ) অন্য সংস্থার সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত অন্যান্য সংস্থার ব্যয় পৃথকভাবে সম্পাদন করতে হবে।

চ) প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কোন প্রকার স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় বা স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ করতে পারবে না।

ছ) প্রতিষ্ঠানের তহবিলে সঞ্চিত অর্থ শুধুমাত্র বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ব্যয় হবে। কোন সদস্যকে বেতন বা সম্মানী হিসেবে প্রদান করা যাবে না।

**৩.৪ অর্থ বছর ও সাংগঠনিক কার্যবছর**

প্রতিষ্ঠানের তহবিলের হিসাবের ভিত্তি হবে অর্থবছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত।

সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাংগঠনিক কার্যবছর হিসাবে বিবেচিত হবে।

**৩.৫ বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন**

পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে আলোচনা পূর্বক প্রতি অর্থ বছরের পূর্বে অর্থাৎ ২০ জুনের মধ্যে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য একটি বাজেট (আয়-ব্যয় এর ধারনাগত হিসাব) পেশ করবেন যা যাচাই বাছাই পূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমদিত হবে।

**৩.৬ বার্ষিক আয়কর বিবরণী দাখিল ও নিরীক্ষা (অডিট)**

ক) পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি অর্থ বছর শেষে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সরকার নির্ধারিত যাবতীয় কর প্রদান পূর্বক বার্ষিক আয়কর বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন।

খ) প্রতি অর্থ বছর শেষে সরকার স্বীকৃত কোন অডিট ফার্ম বা অডিটর দ্বারা বাৎসরিক অডিট সম্পাদন করতে হবে।

**অধ্যায় ৪ – নির্বাচন**

**৪.১ নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কমিশনের দায়িত্ব**

**৪.১.১ নির্বাচন কমিশনের গঠন**

ক) দ্বিবার্ষিক সম্মেলন বা নির্বাচনী বছরের পূর্ববর্তী বছরে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যদের প্রস্তাবনায় পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন প্যানেল গঠন করা হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত পাঁচজন সদস্যের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। যদি এই নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য কোন কারণে পদত্যাগ করে বা সদস্যপদ শূন্য হয়, নির্বাচন কমিশন প্যানেলের অতিরিক্ত দুইজন সদস্যের মধ্য থেকে সেই শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

খ) নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অবশ্যই সংগঠনের নিয়মিত সদস্য হতে হবে। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কোন অবস্থাতেই কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদে প্রার্থী হবার বা কোন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করার অধিকার থাকবে না।

গ) নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান যদি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন তাহলে পদত্যাগ করতে পারবেন অথবা যদি মৃত্যু বরন করেন সেক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে সিনিয়র সদস্যকে (বয়স অনুযায়ী) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহনের অনুরোধ করবে এবং নির্বাচন কমিশন একটি সভায় মিলিত হয়ে নির্বাচন কমিশন প্যানেলের অতিরিক্ত দুইজন সদস্যের মধ্য থেকে সেই শূন্য পদ পূরণ করা হবে। অনুরুপভাবে যদি নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্যপদে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তবে শূন্য পদটি উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে পূরণ করতে হবে।

ঘ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী বছরের পূর্ববর্তী বছরে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠিত হলেও নির্বাচনের অন্তত দুই মাস পূর্বে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করবে।

**৪.১.২ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব**

ক) নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সংগঠনের নির্বাচন পরিচালনা করবে। নির্বাচন কমিশনের উপর অথবা কমিশনের চেয়ারম্যানসহ কোন সদস্যের উপর কোন সদস্য বা সদস্যদের তরফ থেকে অন্যায় প্রভাব বা চাপ সৃষ্টি করা হলে তা নির্বাচনের স্বচ্ছতা লংঘন বলে বিবেচিত হবে। কমিশনের চেয়ারম্যানসহ কোন সদস্যের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ অথবা চেয়ারম্যানসহ কোন সদস্যের উপর বা কোন ভোটারের উপর সংগঠনের কোন সদস্য কর্তৃক অন্যায় চাপ বা হুমকি সৃষ্টি করা হলে তার প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, তিনি সংগঠনের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধারা – ২.৬, ২.৭ ও ২.৯ -এ বর্ণিত বিধান অনুসারে শাস্তিযোগ্য হবেন এবং তাঁর সংগঠনের সদস্য পদ বাতিল হতে পারে।

খ) নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী কমিটির পদসমূহের জন্য নির্বাচনের আয়োজন করবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে, যেমন – ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণা, প্রার্থী মনোনয়ন যাচাই বাছাই, ব্যালট পেপার প্রস্তুতকরন, ভোট গ্রহণ ও চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ইত্যাদি।

গ) নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন করবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অনিয়ম বা অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে।

**৪.২ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি**

ক) প্রতি দুই বছর পরপর কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক ফলাফল ঘোষিত হবে।

খ) নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহনের তারিখ হতে ৩০ (তিরিশ) দিন পূর্বে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে। যেসকল সদস্য ভোট গ্রহনের তারিখ হতে ন্যূনতম ৩৫ (তিরিশ) দিন পূর্বে সকল প্রকার বকেয়া ফি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদান পূর্বক সদস্যপদ গ্রহণ করবেন, তারাই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যুক্ত হবেন।

গ) নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহনের তারিখ হতে ২০ (বিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সময়সূচী ও আচরণবিধি প্রকাশ করবে।

ঘ) নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহনের তারিখ হতে ১০ (দশ) দিন পূর্বে মনোনয়নপত্র আহ্বান, প্রার্থিতা যাচাই বাছাই ও চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করবে।

ঙ) নির্বাচন কমিশন পূর্বে ঘোষণাকৃত ভোট গ্রহনের শেষ সময় হতে পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা বা তারও কম সময়ের মধ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করবে।

চ) নির্বাচনের সময়সূচী, নিয়মাবলী, ফলাফল এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সদস্যদের ইমেইল, সংগঠনের ওয়েবপেজ অথবা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা যাবে।

ছ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে মনোনয়ন পত্র দাখিল ও প্রত্যাহার করা যাবে।

জ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যালট পেপারে মাধ্যমে ভোট দেয়া যাবে।

ঝ) নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন মনে করলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যকে নির্বাচনী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দিতে পারবেন, যারা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ, ভোট গননা ও শৃঙ্খলা রক্ষাসহ আনুসাংগিক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

এ) নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাগণ ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পরপরই ব্যালটসমূহ গণনার ব্যবস্থা করবেন, কোন রকম বিরতি ছাড়াই ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ব্যালটসমূহ গণনা করবেন, ফলাফল প্রস্তুত করবেন এবং আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে প্রদান করবেন।

ট) নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান লিখিত আকারে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করবেন।

ঠ) এক বা একাধিক পদে তফসীল অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিল না হয়ে থাকলে ঐ সকল পদ বাদে অন্যান্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ আলোচনা করে সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যন্য শূন্য পদে (যেসকল পদে কোন প্রার্থী ছিল না) নিয়োগ দিবেন।

ড) যদি কোন পদে এক-এর অধিক বৈধ প্রার্থী না থাকে তাহলে নির্বাচন কমিশনার ঐ একমাত্র বৈধ প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন।

ঢ) যদি একই পদে দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমসংখ্যক ভোট পান সে ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচিত করা হবে।

ণ) কেবলমাত্র একজন বৈধ ভোটারই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য একজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করতে পারবেন। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সম্মতির প্রতীক হিসেবে মনোনয়ন পত্রে স্বাক্ষর থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর প্রার্থী কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে একটি লিখিত আবেদন করে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

ত) কোন প্রার্থী প্রচারণার জন্য পোস্টার, প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার এবং দেয়াল লিখন করতে পারবেন না/ কোন প্রার্থী/ সদস্য কর্তৃক কোন বিরোধী / প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সম্পর্কে আপত্তিকর বিবৃতি/ লিফলেট/ কার্ড ইত্যাদি প্রচার করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। উপরোক্ত বিষয়ে কোন রকম লংঘনের ঘটনা ঘটলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাচাই ও অনুসন্ধান পূর্বক যে কোন পদে যে কোন ব্যক্তির প্রার্থীতা বাতিল করতে পারবে।

থ) সংগঠনের নির্বাচনে প্রার্থীতা হবে ব্যক্তিভিত্তিক। প্রার্থী বা ভোটারদের একটি দল বা দলসমূহ কর্তৃক প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রার্থীদের একটি প্যানেলভুক্ত হওয়া বা একটি প্যানেল তৈরি করা নিষিদ্ধ।

দ) ডাক ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানঃ

১) অসুস্থতা অথবা পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচনের দিন নির্বাচনের স্থান হতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান অথবা অন্যান্য অনিবার্য কারণে যদি কোন ভোটার ডাক ব্যালটের মাধ্যমে তার ভোট দিতে ইচ্ছা করেন, তাহলে তাঁকে নির্বাচন কমিশন বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে। নির্বাচন কমিশন চেয়ারম্যান ঐ আবেদনের জবাবে যথাযথভাবে তার স্বাক্ষর করা একটি ব্যালট পেপার সীলগালা করা মোড়কে বা নিবন্ধনকৃত মোড়কে আবেদনকারীকে সরবরাহ করবেন। পরে ভোট প্রদানকারী সীলগালা মোড়কে ঐ ব্যালট পেপার নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের পূর্বে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে ফেরত পাঠাবেন, যা ভোট গণনার সময় খোলা হবে।

২) বিদেশে বসবাসরত উপযুক্ত ভোটারদের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোট গ্রহনের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে সকল প্রার্থীদের নিকট গ্রহণযোগ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং যথাসম্ভব গোপনীয়তা ও সিকিউরিটি রক্ষা করতে হবে। ভোট প্রদানের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর সরাসরিভাবে প্রাপ্ত ভোট গণনার পূর্বে প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোট সমূহ গণনা করা যেতে পারে।

ধ) ভোটদানের পদ্ধতি সহজিকরন ও তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যতে বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা করে নির্বাচন প্রদ্ধতি সংস্কার করা যাবে।

ন) এই সংবিধানের বিভিন্ন ধারার আলোকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধান প্রণয়ন ও সংশোধন করা যাবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপিত আলোচনার প্রেক্ষিতে অথবা কিছু সংখ্যক সাধারণ সদস্যের লিখিত আদেবনের প্রেক্ষিতে সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি এই মর্মে একটি পৃথক কমিটি গঠন করে নির্বাচনী বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করবেন। এইসব প্রস্তাব পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করতে হবে।

প) যদি অনিবার্য কারণবশত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে, তাহলে নির্বাচন কমিশন পূর্ব নির্ধারিত তারিখ বাতিল ঘোষণার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাচনের একটি নতুন তারিখ নির্ধারণ করবে, তবে কোন অবস্থাতেই তা কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিন অতিক্রম করবে না। এক্ষেত্রে বিদ্যমান কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে। এমনকি জাতীয় দুর্যোগের কারণে ৬০ (ষাট) দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে তাহলে জরুরী সাধারণ সভায় গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সাপেক্ষে নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। এক্ষেত্রে বিলম্বিত সময় পরবর্তী কমিটির কার্যকাল হিসাবে বিবেচিত হবে। উল্লেখিত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির ৫ (পাঁচ) সদস্য উক্ত মেয়াদে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ভ) দায়িত্ব হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। নির্বাচন কমিশন ফল প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পূর্বতন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী পরিচালক নবনির্বাচিত কমিটির প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী পরিচালকের নিকট কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।

**৪.৩ নির্বাচন সংক্রান্ত অনিয়মের / অভিযোগের নিষ্পত্তিকরন**

ক) নির্বাচন পরিচালনা প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম হলে ঐ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার তিন দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ নির্বাচন কমিশন বরারব যেকোনো প্রার্থী বা সদস্য অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

খ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত কোন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে যথাযথ তদন্ত ও শুনানি পূর্বক নিষ্পত্তি করবে।

গ) এই সংবিধানের নির্বাচন সংক্রান্ত ধারাসমুহ ও অন্যান্য ধারার আলোকে নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরনের জন্য বিস্তারিত বিধিমালা প্রণয়নের জন্য অধ্যায়-৪ ধারা ৪.২ (ন) -এর আওতায় কার্যনির্বাহী কমিটি উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

**৪.৪ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের শূন্যপদ পূরণ**

ক) পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বে ১২(বার) মাস সময়ের মধ্যে যদি কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হয় তবে নির্বাহী পরিচালক সাময়িকভাবে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বে ১২(বার)মাস সময়ের মধ্যে যদি কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হয় তবে প্রেসিডেন্ট কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভায় আলোচনা করে পরিচালকগনের মধ্য থেকে যোগ্য একজনকে ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিবেন, যিনি পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বে ১২(বার) মাস সময়ের মধ্যে যদি কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পরিচালকের পদ শূন্য হয় তবে প্রেসিডেন্ট কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভায় আলোচনা করে কার্যনির্বাহী সদস্যগনের মধ্য থেকে যোগ্য একজনকে শূন্য পদে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিবেন, যিনি পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বে ১২(বার) মাস সময়ের মধ্যে যদি কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কার্যনির্বাহী সদস্যের পদ শূন্য হয় তবে ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব অন্যান্য সদস্যের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

ঙ) পরবর্তী নির্বাচনের কমপক্ষে ১২(বার) মাস পূর্বে যদি কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের পদ শূন্য হয় তবে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত পদ পূরণ করতে হবে।

চ) পরবর্তী নির্বাচনের কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস পূর্বে যদি কার্যনির্বাহী কমিটির অন্তত ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) সদস্যের পদ শূন্য হয় তবে কার্যনির্বাহী কমিটি ঐ সংখ্যক সদস্যদের পদ শূন্য হওয়ার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, যার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে।

**৪.৫ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ**

ক) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করতে চান তবে তিনি উপযুক্ত কারণ দর্শানপূর্বক প্রেসিডেন্টের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করবেন। পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির নিয়মিত সভায় বা জরুরী সভায় কমিটি উক্ত পদত্যাগপত্র বিবেচনা করে গ্রহণ করলে উক্ত পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করলে প্রেসিডেন্ট (অথবা তার অনুপস্থিতিতে নির্বাহী পরিচালক) অনধিক তিন মাসের মধ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করবেন এবং নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

**অধ্যায় ৫ – বিবিধ**

**৫.১ সংবিধান সংশোধন**

ক) কোন সদস্য সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে বার্ষিক সাধারণ সভার এক মাস পূর্বে অন্তত ১০ (দশ) জন সদস্যের সমর্থিত প্রস্তাব লিখিত আকারে নির্বাহী পরিচালকের নিকট পেশ করবেন। নির্বাহী পরিচালক এইরূপ প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনা করে মন্তব্যসহ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

খ) সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ভোটাধিকারি সদস্যদের দুই- তৃতীয়াংশের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। সংশোধনী প্রস্তাব ঐ সভার আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

**৫.২ পদক ও পুরস্কার প্রদান**

পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিককে খেতাব / সনদ/ পদক / নগদ অর্থ পুরস্কার দিতে পারবে।

**সংযুক্তি – ১**

**সদস্যদের আবেদন পদ্ধতি ও চাঁদার হার**

১. সংগঠনের নির্ধারিত ফরমের (প্রিন্ট বা অনলাইন) মাধ্যমে সকল প্রকার সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে হবে।

২. আবেদন ফরমের সাথে নিম্নলিখিত সনদ/ তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবেঃ

ক- স্নাতক ডিগ্রি সনদের ফটোকপি/ স্ক্যান কপি

খ- শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্রের ফটোকপি/ স্ক্যান কপি (শিক্ষার্থী সদস্য পদের জন্য প্রযোজ্য)

৩. সকল সদস্যকে শ্রেণী অনুযায়ী নিম্নলিখিত হারে চাঁদা প্রদান করতে হবেঃ

|  |  |
| --- | --- |
| সাধারণ সদস্য -এর ক্ষেত্রে বার্ষিক চাঁদা (১ জানুয়ারি – ৩১ ডিসেম্বর) | ১,০০০ টাকা |
| সাধারণ সদস্য (সদ্য পাস করা এবং যদি কর্মহীন থাকে তবে পাস করার পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত) -এর ক্ষেত্রে বার্ষিক চাঁদা (১ জানুয়ারি – ৩১ ডিসেম্বর) | ৫০০ টাকা |
| আজীবন সদস্যের ক্ষেত্রে এককালীন চাঁদা | ১০,০০০ টাকা |
| সাম্মানিক সদস্যের ক্ষেত্রে | (কোন চাঁদা নেই) |
| শিক্ষার্থী সদস্যের ক্ষেত্রে | (কোন চাঁদা নেই) |